তৃতীয় অধ্যায়

মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান

ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যফীতি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ভোক্তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্য ও সেবা সামগ্রীকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI) প্রণয়ন করে থাকে। বর্তমান জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে প্রকাশ করা হয়। এ মূল্যসূচকে ব্যবহৃত সূচক-ঝুড়ির (Index basket) পণ্য ও ভার (Weight) ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey, 1995-96) হতে নেয়া হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত গ্রামীণ অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ও নগর এলাকার অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ব্যবহার করে যথাক্রমে সার্বিক গ্রামীণ (All rural) মূল্যসূচক এবং সার্বিক নগর (All urban) মূল্যসূচক নির্ণয় করা হয়। অতঃপর দুই এলাকার ভোগ-ব্যয়ের ভিত্তিতে ভারিত গড়ের মাধ্যমে (Weighted average) জাতীয় পর্যায়ের ভোক্তার মূল্যসূচক নির্ণয় করা হয়। সকল মূল্যসূচকের ক্ষেত্রে খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যা আরও কতগুলো উপভাগে বিভক্ত। ১৯৯৯-০০ অর্থবছর থেকে জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যফীতি সারণি ৩.১-এ দেখানো হলো।

সারণি ৩.১: জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যফীতি

(ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬=১০০)

	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
সাধারণ সূচক (মূল্যফীতি)	১২৪.৩১ (২.৭৯)	১২৬.৭২ (১.৯৪)	১৩০.২৬ (২.৭৯)	১৩৫.৯৭ (৪.৩৮)	১৪৩.৯০ (৫.৮৩)	১৫৩.২৩ (৬.৪৮)	১৬৪.২১ (৭.১৭)	১৭৬.০৬ (৭.২২)	১৯৩.৫৪ (৯.৯৩)
খাদ্য সূচক (মূল্যফীতি)	১২৮.৫২ (২.৬৮)	১৩০.৩০ (১.৩৮)	১৩২.৪৩ (১.৬৩)	১৩৭.০১ (৩.৪৬)	১৪৬.৫০ (৬.৯৩)	১৫৮.০৮ (৭.৯১)	১৭০.৩৪ (৭.৭৬)	১৮৪.১৮ (৮.১২)	২০৬.৭৯ (১২.২৮)
খাদ্য-বহির্ভূত সূচক (মূল্যফীতি)	১১৮.৬৪ (৩.০৮)	১২২.২৫ (৩.০৪)	১২৭.৮৯ (৪.৬১)	১৩৫.১৩ (৫.৬৬)	১৪১.০৩ (৪.৩৭)	১৪৭.১৪ (৪.৩৩)	১৫৬.৫৬ (৬.৪০)	১৬৫.৭৯ (৫.৯০)	১৭৬.২৬ (৬.৩২)

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

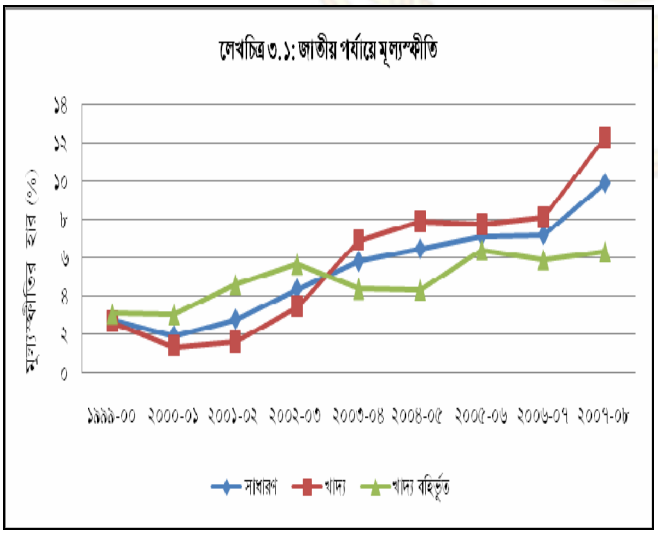

ভোক্তা মূল্যসূচক অনুসারে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যফীতির হার ৯.৯৩ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৭.২২ শতাংশ। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে মূল্যফীতির হার ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এ সময়ে খাদ্য মূল্যফীতি হার খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যফীতির চেয়ে অনেক বেশী। উল্লেখ্য, ভোক্তা মূল্যসূচকে শহর এলাকার জন্য খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত অংশের ভার (weight) যথাক্রমে ৪৮.৮ শতাংশ এবং ৫১.২ শতাংশ এবং গ্রামীণ এলাকার জন্য যথাক্রমে ৬২.৯৬ শতাংশ এবং ৩৭.০৪ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মাসওয়ারি মূল্যফীতির ধারা সারণি ৩.২-এ দেয়া হলো।

চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জুলাই মাসে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যফীতির হার ছিল ১০.৮২ শতাংশ। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দ্রব্যমূল্যের দু;সহ চাপ প্রশমণের লক্ষ্যে চাল, ডাল, তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে টিসিবিকে আরও কার্যকর করাসহ যথাসময়ে আমদানীর সুবন্দোবস্ত ও বাজার পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য হ্রাসসহ মূল্যফীতির হার কমতে শুরু করে। মার্চ ২০০৯-এ মূল্যফীতির হার ৫.০৪ শতাংশে নেমে আসে। এসময়ের ব্যবধানে খাদ্য মূল্যফীতি ১৩.৯২ শতাংশ থেকে ৪.৪৯ শতাংশে নেমে আসে (সারণি ৩.২)। পষ্টতই, খাদ্য মূল্যফীতি খুব দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত গড় মূল্যফীতি ৭.৪৯ শতাংশে নেমে এসেছে। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ)-এ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মূল্যফীতি ৭.০ শতাংশ হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

সারণি ৩.২: ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মাসওয়ারি মূল্যফীতির (Point to point) ধারা

(ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬=১০০)

		২০০৭-০৮	জুলাই'০৮	আগস্ট'০৮	সেপ্তে.'০৮	অক্টো.'০৮	নভে.'০৮	ডিসে.'০৮	জানু.'০৯	ফেব্রু.'০৯	মার্চ'০৯	গড় মূল্যফীতি (জুলাই-মার্চ)
জাতীয়	সাধারণ	৯.৯৩	১০.৮২	১০.১১	১০.১৯	৭.২৬	৬.১২	৬.০৩	৬.০৬	৫.৮১	৫.০৪	৭.৪৯
	খাদ্য	১২.২৮	১৩.৯২	১২.৩৬	১২.০৭	৮.০৮	৬.৬৮	৬.৮৩	৬.৮৩	৬.১৫	৪.৪৯	৮.৬০
	খাদ্য-বহির্ভূত	৬.৩২	৫.৯৩	৬.৫৫	৭.১৯	৫.৯৫	৫.২৫	৪.৭৬	৪.৮৮	৫.৩৩	৬.১১	৫.৭৭
শহর	সাধারণ	৯.৮০	৯.৯১	৯.১১	৯.১২	৭.১২	৫.৪৩	৫.৪৫	৫.২৪	৫.০৮	৫.০০	৬.৮৩
	খাদ্য	১৩.০৫	১৪.১৭	১২.৪০	১১.৯৩	৮.৫৯	৬.৪৮	৬.৭৪	৬.৬০	৫.৮৭	৪.৮৬	৮.৬৩
	খাদ্য-বহির্ভূত	৬.০৬	৪.৮৯	৫.২০	৫.৭০	৫.২৮	৪.১৩	৩.৮৮	৩.৫৮	৪.১২	৫.১৯	৪.৬৬
গ্রাম	সাধারণ	৯.৯৯	১১.১৯	১০.৫১	১০.৬২	৭.৩১	৬.৪০	৬.২৬	৬.৩৯	৬.১১	৫.০৬	৭.৭৬
	খাদ্য	১১.৯৪	১৩.৮২	১২.৩৪	১২.১৩	৭.৮৭	৬.৭৭	৬.৮৬	৬.৯২	৬.২৮	৪.৩৩	৮.৫৯
	খাদ্য-বহির্ভূত	৬.৪১	৬.৩২	৭.০৫	৭.৭৬	৬.২১	৫.৬৮	৫.১০	৫.৩৭	৫.৭৯	৬.৪৬	৬.১৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

মজুরি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৬৯-৭০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয় করছে। সারণি ৩.৩-এ ১৯৯৯-০০ অর্থবছর হতে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত মজুরি হার সূচক দেয়া হলো।

সারণি ৩.৩: মজুরির হার সূচক

(ভিত্তি বছরঃ ১৯৬৯-৭০=১০০)

অর্থবছর	নামিক (Nominal) মজুরি হারসূচক					শিল্প শ্রমিকদের জাতীয় ভোক্তা মূল্য সূচক	প্রকৃত (Real) মজুরি হারসূচক (সাধারণ)
	সাধারণ	কৃষি	মৎস্য	শিল্প	নির্মাণ		
১৯৯৯-০০	২৩৯০ (৫.৮০)	২০৩৭ (৪.৪৬)	২২২০ (৩.৮৪)	২৭০১ (৭.১০)	২২৮৬ (৫.৬৯)	১৯৭৩ (২.৭১)	১২১ (২.৫৪)
২০০০-০১	২৪৮৯ (৪.১৪)	২১৪১ (৫.১১)	২২৯২ (৩.২৪)	২৮৩২ (৪.৮৫)	২৩৫৬ (৩.০৬)	১৯৯৯ (১.৩২)	১২৫ (৩.৩১)
২০০১-০২	২৬৩৭ (৫.৯৫)	২২৬২ (৫.৬৫)	২৪১১ (৫.১৯)	৩০৩৫ (৭.১৭)	২৪৪৪ (৩.৭৪)	২০২৪ (১.২৫)	১৩০ (৪.০০)
২০০২-০৩	২৯২৬ (১০.৯৬)	২৪৪৩ (৮.০০)	২৫৬৩ (৬.৩০)	৩৫০১ (১৫.৩৫)	২৬২৪ (৭.৩৬)	২০৬৮ (২.১৭)	১৪১ (৮.৪৬)
২০০৩-০৪	৩১১১ (৬.৩১)	২৫৮২ (৫.৬৯)	২৭৭৫ (৮.২৮)	৩৭৬৫ (৭.৫৫)	২৬৬৯ (১.৬৯)	২১২৯ (২.৯৫)	১৪৬ (৩.৫৫)
২০০৪-০৫	৩২৯৩ (৫.৮৫)	২৭১৯ (৫.৩০)	২৯৫৭ (৬.৫৫)	৪০১৫ (৬.৬৪)	২৭৫৮ (৩.৩৩)	২২১৬ (৪.০৮)	১৪৯ (২.০৫)
২০০৫-০৬	৩৫০৭ (৬.৫০)	২৯২৬ (৭.৬১)	৩১৩৩ (৫.৯৫)	৪২৯৩ (৬.৯২)	২৮৮৯ (৪.৭৫)	২৩৫১ (৬.০৯)	১৪৯ (০.০০)
২০০৬-০৭	৩৭৭৯ (৭.৭৬)	৩১৫৬ (৭.৮৬)	৩৩৩২ (৬.৩৫)	৪৬৩৬ (৭.৯৯)	৩১৩৫ (৮.৫২)	-	-

২০০৭-০৮	৪২২৭ (১১.৮৫)	৩৫.২৪ (১১.৬৬)	৩৬৬৯ (১০.১১)	৫১৯৭ (১২.১০)	৩৫৪৯ (১৩.২০)	-	-

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

নোট: ২০০৫-০৬ অর্থবছরের পর হতে বিবিএস শিল্প শ্রমিকের জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও প্রকৃত মজুরি হার সূচক প্রকাশ করেনি।

উক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, নামিক (Nominal) সাধারণ মজুরি হার সূচক ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরের সূচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ১১.৮৫ শতাংশ । খাতভিত্তিক মজুরির উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে কৃষি, মৎস্য, শিল্পকারখানা এবং নির্মাণ খাতে মূল্যসূচকের প্রবৃদ্ধি দু'অংক ছাড়িয়ে গেছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃত (Real) সাধারণ মজুরি হার সূচক ২০০৫-০৬ অর্থবছরে তার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পায়নি। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে প্রকৃত সাধারণ মজুরি হার সূচক ৮.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও অন্যান্য বছরসমূহে এ প্রবৃদ্ধির হার ৪ শতাংশের মধ্যে ছিল।

শ্রমশক্তি ও কর্মসংহান

দেশের শ্রমশক্তির সার্বিক চিত্র নিরূপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো শ্রমশক্তি জরিপ (Labour Force Survey) পরিচালনা করে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে পরিচালিত শ্রমশক্তি জরিপটি হলো এ পর্যন্ত সর্বশেষ জরিপ। বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ ২০০৫-০৬ (Labour Force Survey-2005-06) এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির সংখ্যা ৪.৯৫ কোটি, তন্মধ্যে ৪.৭৪ কোটি শ্রমশক্তি (পুরুষ ৩.৬১ কোটি এবং মহিলা ১.১৩ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। মোট শ্রমশক্তিতে কৃষিজীবীর অংশ পূর্বের তুলনায় কিছুটা কমলেও এখনও সর্বাধিক শ্রমিক কৃষিখাতে নিয়োজিত (৪৮.১০%) । উল্লেখ্য, ২০০২-০৩ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে ৪.৪৩ কোটি শ্রমশক্তি (পুরুষ ৩.৪৫ কোটি এবং মহিলা ০.৯৮ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল, যার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত ছিল কৃষিখাতে (৫১.৬৯%) । এ দুটো জরিপকালে কৃষিতে শ্রমশক্তির হার ৩.৫৯ শতাংশ কমেছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী সর্বাধিক ৪১.৯৮ শতাংশ শ্রমশক্তি স্বকর্মে নিয়োজিত, যা ২০০২-০৩ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী ছিল ৪৪.৭০ শতাংশ। লক্ষ্যণীয় যে, এ দুটো জরিপকালে স্বকর্মে নিয়োজিতদের অবদান প্রায় ২.৭২ শতাংশ কমেছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী দিনমজুর ও নিয়মিত নিয়োগকৃত কর্মীর হার যথাক্রমে ১৮.১৪ শতাংশ ও ১৩.৯২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী জরিপ অনুযায়ী ছিল যথাক্রমে ২০.০৯ শতাংশ ও ১৩.৭৭ শতাংশ। তবে সর্বশেষ পরিচালিত জরিপে বিনা মজুরিতে পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতের হার ৩.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২১.৭৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩ ও ২০০৫-০৬ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতওয়ারি শ্রমিকের (১৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে) অংশ সারণি ৩.৪-এ দেখানো হলো।

সারণি ৩.৪: শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ
(১৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে)

খাত	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৯-০০	২০০২-০৩	২০০৫-০৬
কৃষি, বনজ ও মৎস	৪৮.৮৫	৫০.৭৭	৫১.৬৯	৪৮.১০
খনিজ ও খনন	-	০.৫১	০.২৩	০.২১
ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.০৬	৯.৪৯	৯.৭১	১০.৯৭
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	০.২৯	০.২৬	০.২৩	০.২১
নির্মাণ	২.৮৭	২.৮২	৩.৩৯	৩.১৬
বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	১৭.২৪	১৫.৬৪	১৫.৩৪	১৬.৪৫
পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৩২	৬.৪১	৬.৭৭	৮.৪৪
অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ	০.৫৭	১.০৩	০.৬৮	১.৪৮
পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ	১৩.৭৯	১৩.০৮	৫.৬৪	৫.৪৯
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	-	-	৬.৩২	৫.৪৯
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বিবিএস, লেবার ফোর্স সার্ভে, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩ ও ২০০৫-০৬ (সাময়িক) ।
নোটঃ পূর্ববর্তী শ্রমশক্তি জরিপসমূহে ১০ বছর বয়সের উর্ধ্ব হতেই জরিপের হিসাবে নেয়া হতো কিন্তু শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-০৩ ও ২০০৫-০৬-এ ১৫ বছর বয়সের উর্দ্ধের জনশক্তিকেই শ্রমশক্তি গণনায় আনা হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংহান ও রেমিট্যান্স

প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী কর্মসংস্থানের নিমিত্ত মধপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে গমন করছে। জনশক্তি কর্মসংহান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য অনুসারে এপ্রিল ২০০৯ পর্যন্ত মোট ৫৫ লক্ষেরও বেশি বাংলাদেশী বিদেশে কর্মরত আছে। উল্লেখ্য, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৯.৮১ লক্ষ জনশক্তি বিদেশ গমন করে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৭৪ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে ৫.৭৬ লক্ষ জনশক্তি বিদেশ গমন করেছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মন্দা ও অর্থনৈতিক সংকট এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য অস্বাভাবিক হারে হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষত: সংযুক্ত আরব আমিরাতে নির্মাণ শিল্পে ধ্বস নামে এবং মালয়েশিয়াসহ আরো কয়েকটি দেশের অর্থনীতি চাপের মুখে পড়ায় বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানিতে রিরূপ প্রভাব পড়ে। উদ্ভূত এ সংকট থেকে উত্তরণ এবং নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণসহ বেশ কিছু পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পদক্ষেপ হলো-

- যে সকল শ্রমবাজারে প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশী শ্রমিক রয়েছে সে সকল দেশে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার ও বিদেশে নতুন নতুন শ্রমবাজার খুজে বের করার ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিদেশে জনশক্তি প্রেরণ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে সেগুলোর প্রয়োজনীয় সংসশুার;
- বিদেশে গমনেচ্ছু দরিদ্র কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় সংস্থান এবং বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ঋণ সহায়তাসহ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের উপার্জিত আয় দ্রুততার সাথে ও স্বল্প ব্যয়ে দেশে প্রেরণে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রবাসী ব্যাংক গঠন;
- যে সকল দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী কর্মী আছে কিন্তু বাংলাদেশ মিশনে শ্রম উইং নেই, সেখানে শ্রম উইং প্রতিষ্ঠাসহ কাজের পরিমাণের তুলনায় লোকবলের স্বল্পতা আছে এমন মিশনসমূহে পর্যাপ্ত লোকবল নিয়োগের মাধ্যমে সেবা প্রদানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি;
- বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণের লক্ষ্যে সময়োপযোগী ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধার্থে বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, শ্রমবাজারসমূহের গতি-প্রকৃতি ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতি নিয়মিত ও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং
- দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার জন্য দেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর পড়ার গুরুত্বপূর্ণ দু'টি চ্যানেল হলো রপ্তানি এবং রেমিট্যান্স। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৭৯১৪.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৩২.৩৯ শতাংশ বেশি। তবে রেমিট্যান্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির ধারারবাহিকতা চলতি অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের

প্রথম দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) রেমিট্যান্স প্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২২.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির গতিধারা বজায় রাখা তথা টেকসই করার লক্ষ্যে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি, রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি ও এর ব্যবহার এবং জনশক্তি রপ্তানি খাতের সকল আর্থিক লেনদেন বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে আনার পদ্ধতি নিরূপন করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রনয়নের নিমিত্ত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি কাজ করছে, যা ব্যাংকিং চ্যানেলে অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে সমৃদ্ধ করছে। ১৯৯৯-০০ অর্থবছর থেকে জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিসংখ্যান সারণি ৩.৫-এ তুলে ধরা হলো।

সারণি ৩.৫: প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	কর্মজীবীর সংখ্যা (০০০)	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ			
		মিলিয়ন মার্কিন ডলার	শতকরা পরিবর্তন (%)	কোটি টাকা	শতকরা পরিবর্তন (%)
১৯৯৯-০০	২৪৮	১৯৪৯.৩২	১৪.২৮	৯৮২৫.৪০	১৯.৬৩
২০০০-০১	২১৩	১৮৮২.১০	-৩.৪৫	১০২৬৬.০০	৪.৪৮
২০০১-০২	১৯৫	২৫০১.১৩	৩২.৮৯	১৪৩৯০.১৯	৪০.১৭
২০০২-০৩	২৫১	৩০৬১.৯৭	২২.৪২	১৭৭১৯.৫৮	২৩.১৪
২০০৩-০৪	২৭৭	৩৩৭১.৯৭	১০.১২	১৯৮৭২.৩৯	১২.১৫
২০০৪-০৫	২৫০	৩৮৪৮.২৯	১৪.১৩	২৩৬৪৬.৯৭	১৮.৯৯
২০০৫-০৬	২৯১	৪৮০১.৮৮	২৪.৭৮	৩২২৭৪.৬০	৩৬.৪৯
২০০৬-০৭	৫৬৪	৫৯৭৮.৪৭	২৪.৫০	৪১২৯৮.৫০	২৭.৯৬
২০০৭-০৮	৯৮১	৭৯১৪.৭৮	৩২.৩৯	৫৪২৯৩.২৪	৩১.৪৫
২০০৮-০৯ (এপ্রিল পর্যন্ত)	৫৭৬	৭৮৯০.৯১	২২.৯৫*	৫৪২৪৯.৫৫	২২.৯৫*

উৎসঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংহান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোট: * শতকরা পরিবর্তন পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়

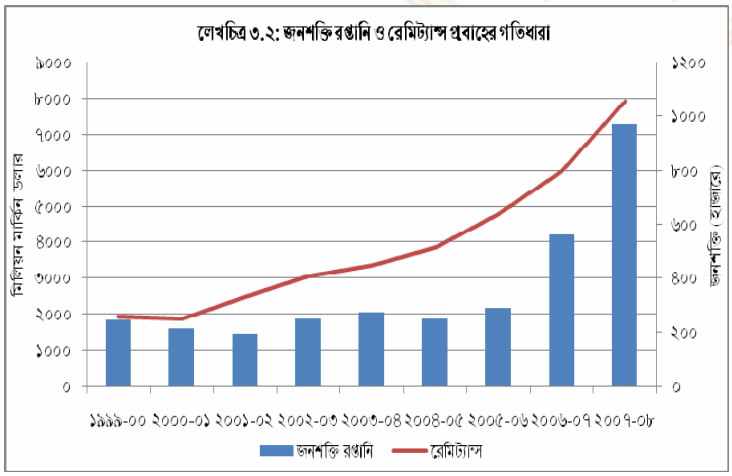

সারণি ৩.৫ ও লেখচিত্র ৩.২ হতে প্রতীয়মান হয় যে, জনশক্তি রপ্তানির ধারায় সামান্য ব্যত্যয় ঘটলেও রেমিট্যান্স প্রবাহ ক্রমবর্ধমান। তবে ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা এপ্রিল ২০০৯ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসের রেমিট্যান্স প্রবাহের এ ধারা অব্যাহত থাকলে এ অর্থবছরেই রেমিট্যান্স প্রাপ্তি ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করবে বলে অনুমিত হচ্ছে।

শ্রেণীভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি

জনশক্তি রপ্তানির ধরণ অর্থাৎ পেশাগত দিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি মোট জনশক্তি রপ্তানির ৫০ শতাংশেরও বেশী। সারণি ৩.৬-এ শ্রেণীভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত কয়েক বছরে পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। তবে দক্ষ ও আধাদক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার সন্তোষজনক।

সারণি ৩.৬: শ্রেণীভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

সাল	পেশাজীবী	দক্ষ	আধা-দক্ষ	স্বল্পদক্ষ	মোট
২০০০	১০৬৬৯	৯৯৬০৬	২৬৪৬১	৮৫৯৫০	২২২৬৮৬
২০০১	৬৯৪০	৪২৭৪২	৩০৭০২	১০৯৫৮১	১৮৮৯৬৫
২০০২	১৪৪৫০	৫৬২৬৫	৩৬০২৫	১১৮৫১৬	২২৫২৫৬
২০০৩	১৫৮৬২	৭৪৫৩০	২৯২৩৬	১৩৬৫৬২	২৫৪১৯০
২০০৪	১৯১০৭	৮১৮৮৭	২৪৫৬৬	১৪৭৩৯৮	২৭২৯৫৮
২০০৫	১৯৪৫	১১৩৬৫৫	২৪৫৪৬	১১২৫৫৬	২৫২৭০২
২০০৬	৯২৫	১১৫৪৬৮	৩৩৯৬৫	২৩১১৫৮	৩৮১৫১৬
২০০৭	৬৭৬	১৬৫৩৪৪	১৮৩৭৫৪	৪৮২৮৩৫	৮৩২৬০৯
২০০৮	১৬৬৪	২৮১৪৪৪	১৩২৮১০	৪৪৭৩৩৮	৮৭৫০৫৫

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংহান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

শ্রেণীভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। ২০০০ সালে পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানি ছিল মোট জনশক্তির ৫ শতাংশ, যা ২০০৮-এ শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। একই সময়ের ব্যবধানে দক্ষ জনশক্তির হার ৪৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি বেড়েছে ৩৮ শতাংশ থেকে ৫২ শতাংশে।

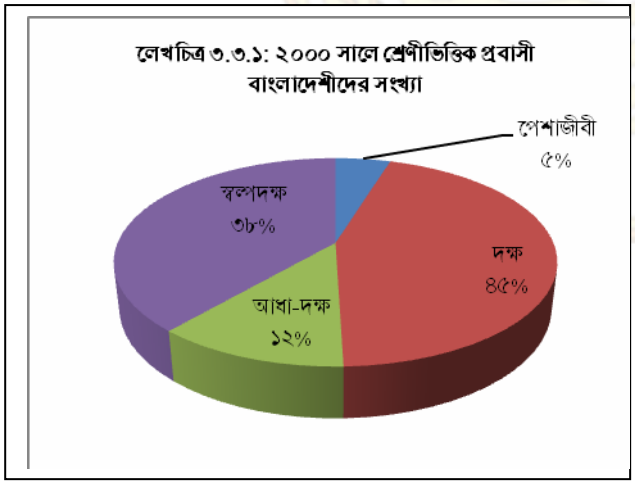

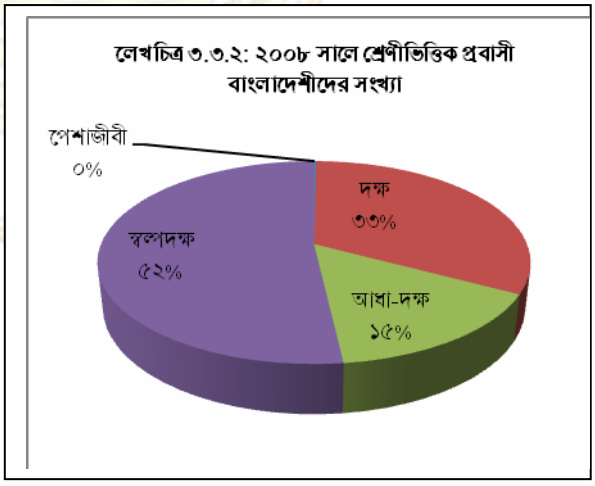

বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে সরকার কতিপয় পদক্ষেপ নিয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য National Skill Development Council-কে পুনর্গঠন এবং কাউন্সিলের দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নকল্পে আন্তঃমন্ত্রণালয় নির্বাহী কমিটি গঠন করা। প্রশিক্ষণের বিষয় পুন:নির্ধারণ ও প্রয়োজনে বিদেশ হতে প্রযুক্তি এবং প্রশিক্ষক সংগ্রহ করা।
- অধিক দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তি রপ্তানির লক্ষ্যে সরকারি খাতে বিদ্যমান প্রায় ৫৫০ টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার আওতায় বিদ্যমান অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া।

দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স

বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তির অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরে কর্মরত। এছাড়া বাহরাইন, কাতার, জর্ডান, লেবানন, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনাই, মরিসাস, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড ও ইতালিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশী শ্রমশক্তি কর্মরত রয়েছে। জনশক্তি রপ্তানির শুরু হতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত মোট জনশক্তি রপ্তানি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ৮০ শতাংশেরও বেশি জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে । সারণি ৩.৭- এবং নিম্নের লেখচিত্র ৩.৪.১ ও ৩.৪.২ তে ২০০০ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী জনশক্তি রপ্তানির সংখ্যা দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৭: দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী জনশক্তির সংখ্যা

সাল	সৌ: আরব	কুয়েত	ইউএই	বাহরাইন	ওমান	মালয়েশিয়া	সিংগাপুর	অন্যান্য	মোট
২০০০	১৪৪৬১৮	৫৯৪	৩৪০৩৪	৪৬৩৭	৫২৫৮	১৭২৩৭	১১০৯৫	৫২১৩	২২২৬৮৬
২০০১	১৩৭২৪৮	৫৩৪১	১৬২৫২	৪৩৭১	৪৫৬১	৪৯২১	৯৬১৫	৬৬৫৬	১৮৮৯৬৫
২০০২	১৬৩২৫৪	১৫৭৬৭	২৫৪৩৮	৫৩৭০	৩৯২৭	৮৫	৬৮৭০	৪৫৪৫	২২৫২৫৬
২০০৩	১৬২১৩১	২৬৭২২	৩৭৩৪৬	৭৪৮২	৪০২৯	২৮	৫৩০৪	১১১৪৮	২৫৪১৯০
২০০৪	১৩৯০৩১	৪১১০৮	৪৭০১২	৯১৯৪	৪৪৩৫	২২৪	৬৯৪৮	২৫০০৬	২৭২৯৫৮
২০০৫	৮০৪২৫	৪৭০২৯	৬১৯৭৮	১০৭১৬	৪৮২৭	২৯১১	৯৬৫১	৩৫১৬৫	২৫২৭০২
২০০৬	১০৯৫১৩	৩৫৭৭৫	১৩০২০৪	১৬৩৫৫	৮০৮২	২০৪৬৯	২০১৩৯	৪০৯৭৯	৩৮১৫১৬
২০০৭	২০৪১১২	৪২১২	২২৬৩৯২	১৬৪৩৩	১৭৪৭৮	২৭৩২০১	৩৮৩২৪	৬৮১৮৮	৮৩২৬০৯
২০০৮	১৩২১২৪	৩১৯	৪১৯৩৫৫	১৩১৮২	৫২৮৯৬	১৩১৭৬২	৫৬৮৫১	৬৮৮৩৬	৮৭৫০৫৫

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংহান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

চলতি দশকে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি পরিস্থিতিরও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ২০০০ সালে মোট জনশক্তি রপ্তানির ৬৫ শতাংশ হয়েছে সৌদি আরবে এবং এ হার ২০০৮ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ শতাংশে। পক্ষান্তরে ২০০০ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১৫ শতাংশ কর্মী গমণ করে এবং এ হার ২০০৮ সালে দাঁড়ায় ৪৮ শতাংশে। আলোচ্য সময়ে মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি প্রায় দ্বিগুন হয়েছে। ২০০০ সালে অন্যান্য দেশসমূহে মোট জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে যেখানে ২ শতাংশ, সেখানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৮ শতাংশে পৌঁছেছে। এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার ধীরে ধীরে হলেও প্রসারিত হচ্ছে।

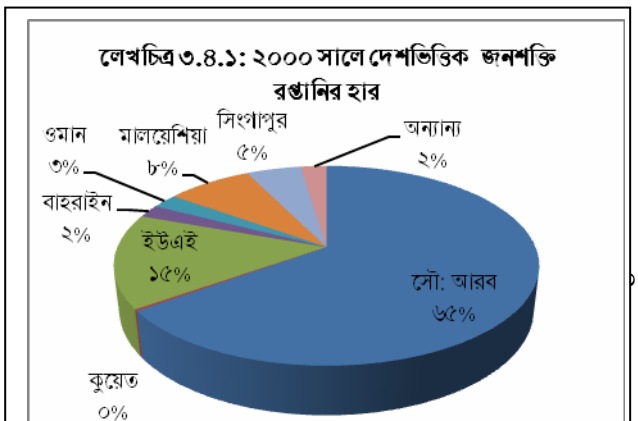

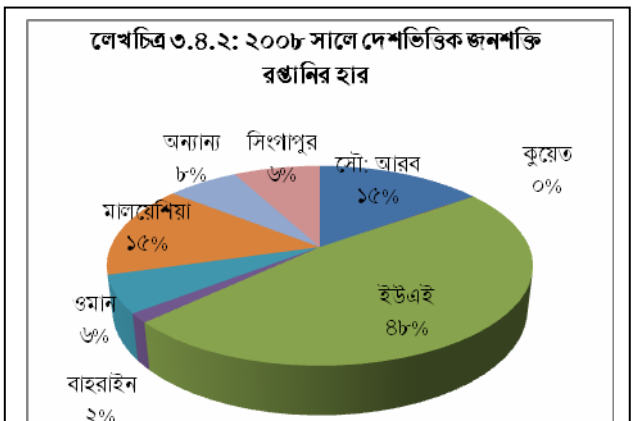

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ হতে। তবে এক্ষেত্রে গত কয়েক বছর থেকে এককভাবে সৌদি আরবের পরেই যুক্তরাষ্ট্রের অবহান। ১৯৯৯-০০ অর্থবছর হতে দেশওয়ারি প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ সারণি ৩.৮-এ দেয়া হলোঃ

সারণি ৩.৮: দেশওয়ারি প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	সৌ. আরব	আ.আমিরাত	কাতার	ওমান	বাহরাইন	কুয়েত	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	মালয়েশিয়া	সিংগাপুর	অন্যান্য	মোট
১৯৯৯-০০	৯১৬.০১	১২৯.৮৬	৬৩.৭৩	৯৩.০১	৪১.৮০	২৪৫.০১	২৪১.৩০	৭১.৭৯	৫৪.০৪	১১.৬৩	৮১.১৪	১৯৪৯.৩২
২০০০-০১	৯১৯.৬১	১৪৪.২৮	৬৩.৪৪	৮৩.৬৬	৪৪.০৫	২৪৭.৩৯	২২৫.৬২	৫৫.৭০	৩০.৬০	৭.৮৪	৫৯.৯১	১৮৮২.১
২০০১-০২	১১৪৭.৯৫	২৩৩.৪৯	৯০.৬০	১০৩.২৭	৫৪.১২	২৮৫.৭৫	৩৫৬.২৪	১০৩.৩১	৪৬.৮৫	১৪.২৬	৬৫.২৯	২৫০১.১৩
২০০২-০৩	১২৫৪.৩১	৩২৭.৪০	১১৩.৫৫	১১৪.০৬	৬৩.৭২	৩৩৮.৫৯	৪৫৮.০৫	২২০.২২	৪১.৪০	৩১.০৬	৯৯.৬১	৩০৬১.৯৭
২০০৩-০৪	১৩৮৬.০৩	৩৭৩.৪৬	১১৩.৬৪	১১৮.৫৩	৬১.১১	৩৬১.২৪	৪৬৭.৮১	২৯৭.৫৪	৩৭.০৬	৩২.৩৭	১২৩.১৮	৩৩৭১.৯৭
২০০৪-০৫	১৫১০.৪৫	৪৪২.২৪	১৩৬.৪১	১৩১.৩২	৬৭.১৮	৪০৬.৮০	৫৫৭.৩১	৩৭৫.৭৭	২৫.৫১	৪৭.৬৯	১৪৭.৬০	৩৮৪৮.২৯
২০০৫-০৬	১৬৯৬.৯৬	৫৬১.৪৪	১৭৫.৬৪	১৬৫.২৫	৬৭.৩৩	৪৯৪.৩৯	৭৬০.৬৯	৫৫৫.৭১	২০.৮২	৬৮.৮৪	২৩৮.৮১	৪৮০১.৮৮
২০০৬-০৭	১৭৩৪.৭০	৮০৪.৮৪	২৩৩.১৭	১৯৬.৪৭	৭৯.৯৬	৬৮০.৭০	৯৩০.৩৩	৮৮৬.৯০	১১.৮৪	৮০.২৪	৩৩৯.৩২	৫৯৭৮.৪৭
২০০৭-০৮	২৩২৪.২০	১১৩৫.১০	২৮৯.৮০	২২০.৬০	১৩৮.২০	৮৬৩.৭০	১৩৮০.১০	৮৯৬.১০	৯২.৪৪	১৩০.১০	৪৪৪.৫০	৭৯১৪.৮০
২০০৮-০৯*	২১২১.৪২	১২০৯.৭৪	২৫৩.২৩	২১৬.২১	১২১.৭৬	৭২৬.৩৫	১২১৩.৭২	৫৭৭.৮৯	১৬৮.৬০	১১৫.৪৪	৩০৯.৮৩	৭০৩৩.৮৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, * মার্চ পর্যন্ত।

মোট রেমিট্যান্স আয়ের একক অংশ হিসেবে সৌদি আরব এখনও শীর্ষে অবস্থান করলেও পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৯-০০ অর্থবছরে সৌদি আরব থেকে মোট রেমিট্যান্স আয়ের ৪৭ শতাংশ এসেছে, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এসে দাঁড়ায় ২৯.৪ শতাংশে। পক্ষান্তরে, আলোচ্য সময়ে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানকারী যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স আয় ১২.৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭.৪ শতাংশে উপনীত হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাজ্য থেকেও রেমিট্যান্স প্রবাহ এসময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

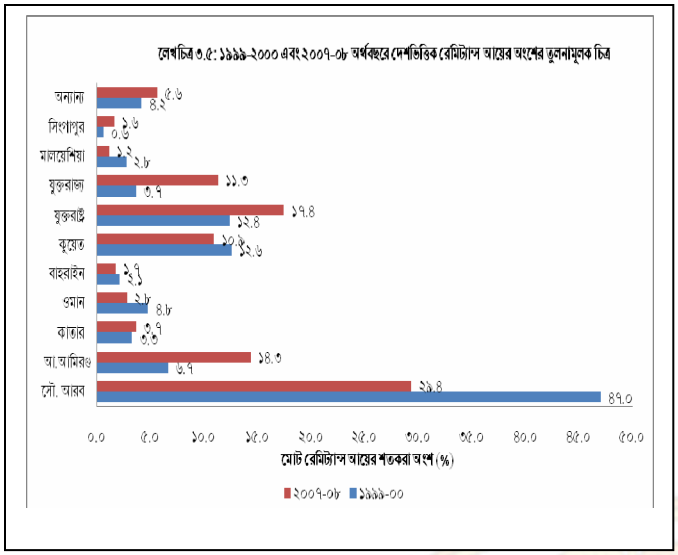

রেমিট্যান্স বৃদ্ধি কল্পে গৃহীত গদক্ষেপ

বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহিত করা ও দ্রুততম সময়ে তা প্রাপকের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সরকারের গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- রেমিট্যান্স আহরণ এবং বিতরণের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর সাথে বাংলাদেশস্থ ব্যাংকগুলোর ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজতরকরণের পাশাপাশি বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান;
- ইতোমধ্যে প্রায় ২৮০ টি বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউসের সাথে বাংলাদেশের ৪০টি ব্যাংকের প্রায় ৮২০টি ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের অনুমোদন প্রদান;
- প্রাপ্ত রেমিট্যান্স দেশের অভ্যন্তরে প্রাপকের কাছে দ্রুত পৌঁছানো তথা ডেলিভারী সার্ভিস উন্নতকরণসহ সার্বিক বিষয়টি মনিটরিং এবং বাংলাদেশী ব্যাংকগুলো ও সংশ্লিষ্ট বিদেশী এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর এসম্পর্কিত কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান;
- রেমিট্যান্স বিতরণ নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্স বিতরণ প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত করার প্রয়োজনে ব্যাংক শাখার পাশাপাশি Microfinance Institution/NGO এর শাখা অফিসগুলো রেমিট্যান্স বিতরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান;
- যেসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে বেশি রেমিট্যান্স এসে থাকে তাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ডিজিটাল যোগাযোগের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া ও বুথ খোলার উদ্যোগ গ্রহণ;
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য আকর্ষণীয় সুদ হারে US Dollar Investment Bond, US Dollar Premium Bond এবং Wage Earners Development Bond প্রবর্তন;
- হুন্ডি তৎপরতা প্রতিরোধ ও দমনে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের পাশাপাশি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রয়োগ এবং
- ব্যাংকিং চ্যানেলে অধিক রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের সরকার কর্তৃক CIP সুবিধা ও বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদান।